সমকাল

তারিখ ... 05 NOV 2017 ...
পৃ ... 9 ... কলাম ... 16 ......

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ

■ এম কামরুজ্জামান, *সাতক্ষীরা*

স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে সাতক্ষীরার আশাশুনি সরকারি কলেজ। কলেজটি ২০১৭ সালে জাতীয়করণ করার পর অধ্যক্ষ মো. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে দিনের পর দিন দুর্নীতির মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন রুহুল আমিন। নিজের ১৫ আত্মীয়সহ প্রায় ৬১ শিক্ষক-কর্মচারীকে নিয়োগ দিয়েছেন। ওই কলেজেরই ৯ শিক্ষক কর্মরত আছেন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী।

সাতক্ষীরার আশাশুনি সরকারি কলেজ

এলাকাবাসী জানায়, অধ্যক্ষ মো. রুহুল আমিনের নিয়োগপ্রাপ্ত আত্মীয়স্বজন হলো- তার ছেলে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক মো. প্রিন্স, শ্যালক অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক তরিকুল ইসলাম, মামাতো ভাই বাংলা বিভাগের শাহাদাৎ হোসেন টিটল, শ্যালিকা অফিস সহকারী তাছলিমা খাতুন, ভাগ্নে পিয়ন রবিউল ইসলাম, ভাগ্নি সমাজবিজ্ঞানের সিরাতুন্নেছা, চাচাতো শ্যালক উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের মোকলেছুর রহমান, মামাতো বোন ব্যবস্থাপনা বিভাগের তাহেরা নার্গিস, ফুফাতো শ্যালক অফিস সহকারী শফিকুল ইসলাম, মামাতো শ্যালক পিয়ন শফিকুল ইসলাম, নিজের বড় শ্যালকের শ্যালক ল্যাব সহকারী আবু মুছা পাড়, ছোট ভাইয়ের শ্যালিকা ইসলামের ইতিহাসের শিরিন বাহার, নিকটতম আত্মীয় ইসলামের ইতিহাসের উম্মে হাবিবা নাসরিন, ধর্মকন্যা বাংলার ছন্দা রানী ও ধর্মভাই নৈশপ্রহরী আবদুল খালেক।

দীর্ঘদিন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বে থাকার সুযোগ নিয়ে কলেজ জাতীয়করণ হবে এমন ঘোষণা দিয়ে প্রার্থীদের কাছ থেকে ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা করে নিয়ে নিয়োগ দিয়েছেন রুহুল। পরে কলেজ জাতীয়করণ করা হলে জাতীয়করণে নাম পাঠানোর নাম করে আরও এক দফা টাকা নিয়েছেন রুহুল। সব মিলিয়ে রুহুল প্রায় দুই কোটি টাকার অর্থবাণিজ্য করেছেন।

অন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমন ৯ ব্যক্তির চাকরি জাতীয়করণ করতে ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ে নাম পাঠিয়েছেন অধ্যক্ষ রুহুল। এর মধ্যে একজন ইউপি সচিব, দু'জন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কয়েকজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কয়েকজন বেসরকারি কলেজের শিক্ষক রয়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকেও আশাশুনি সরকারি কলেজে কর্মরত এসব ব্যক্তি হলেন- আশাশুনির বড়দল ইউনিয়ন পরিষদের সচিব খায়রুল ইসলাম একই সঙ্গে আশাশুনি সরকারি কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন, আশাশুনির দয়ারঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত মানবিকা রায় দর্শন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন, সাতক্ষীরা সদর উপজেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত উম্মে হাবিবা নাসরিন ইসলাম ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত, আশাশুনি বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক বিদ্যুৎ বরণ মণ্ডল পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত, বড়দল কলেজিয়েট স্কুলে কর্মরত শিবপদ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত, আশাশুনি এপিএস কলেজে কর্মরত বিকাশ চন্দ্র সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত, নলতা হাই স্কুলের বিকাশ চন্দ্র বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত, গাভা কলেজের প্রবীর মণ্ডল সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্তরত ও সাতক্ষীরার নবজীবনে কর্মরত ছন্দা রানী আশাশুনি সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র উপেক্ষা করে এসব ব্যক্তি একই সঙ্গে দুটি প্রতিষ্ঠানে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছেন।

আশাশুনি সরকারি কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত বড়দল ইউনিয়ন পরিষদের সচিব খায়রুল ইসলাম বলেন, আশাশুনি কলেজে আমার চাকরি এখনও এমপিও হয়নি। তাই দুই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করলে কোনো সমস্যা নেই।

সাতক্ষীরার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. অহিদুল আলম বলেন, যদি কোনো শিক্ষক দুই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকে, তাহলে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে তার চাকরি যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

আশাশুনি সরকারি কলেজের অফিস ইনচার্জ অধ্যক্ষ মো. রুহুল আমিন আর্থিক দেলদেনের বিষয় অস্বীকার করলেও কলেজে তার ১৫ জনের মতো আত্মীয়স্বজন আছেন বলে তিনি স্বীকার করেন। এ ছাড়া তিনি দুই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা শিক্ষকদের কথা স্বীকার করে বলেন, কলেজের বিভাগ বাঁচানোর স্বার্থে অনেকের নাম দিতে হয়, তাই দেওয়া হয়েছে। এদের এখনও এমপিও হয়নি। পরে তারা বাদ যাবেন।